৪০

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

কলেজ স্থাপনের হিড়িক পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কুমিল্লা, ২৪ মার্চ।– কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলোতে কলেজ স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। গত ১০ বছরে চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮১টি কলেজ গড়ে উঠেছে। সরকারী অনুদান বৃদ্ধির ফলে কলেজ স্থাপনের প্রবণতা বেড়েছে।

গত ২/৩ বছর যাবৎ এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ছাত্র সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় সেই অনুপাতে কলেজের সংখ্যা অনেক বেশী। এইসব কলেজ সাধারণত কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির উদ্যোগেই হচ্ছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমষ্টিগত উদ্যোগও আছে। সাধারণত বিত্তশালীরা প্রভাব–প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে এসব কলেজ নির্মান করছেন। এ ক্ষেত্রে নিজের নামে অথবা আত্মীয়–স্বজনের নামে কলেজগুলো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ৮ মাইলের মধ্যে কোন কলেজ থাকলে নতুন কলেজ স্থাপন করা যায় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এসব নিয়ম মানা হচ্ছে না। অনেকেই প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বোর্ড থেকে স্বীকৃতি এবং মহাপরিচালকের দফতর থেকে অর্থনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে। ফলে, কলেজগুলোতে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যাতে কিছুই যায় আসে না। অনেক কলেজে আসবাবপত্র নেই, শ্রেণীকক্ষ ও মাঠ নেই, লাইব্রেরী নেই তার পরও স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে কলেজ। অনেকের কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত নির্বাচন করার পরিকল্পনায় কলেজ গড়া একটি পদক্ষেপ হয়ে ওঠে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৮৪–৮৫ শিক্ষাবর্ষে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগে কলেজের সংখ্যা ছিল ১৫৪টি। বর্তমানে ৯৪–৯৫ শিক্ষাবর্ষে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা ২৭২টি। দেখা যায়, গত ১০ বছরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা বেড়েছে ১১৮টি। স্বীকৃতি ছাড়াও ভর্তির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে গত ২ বছরে ২৮টি কলেজকে। এছাড়া, অনুমতির আবেদন করেও অনুমতি পায়নি এমন কলেজের সংখ্যা ৩৫টি। দেখা যায়, গত ১০ বছরে সর্বমোট কলেজের সংখ্যা বেড়েছে ১৮১টিতে। এসব কলেজের বেশীর ভাগেরই কলেজ ফান্ড নেই। শিক্ষকদের বেতনের টাকা নিয়ে ভাবতে হয় না। বরং শিক্ষকদের নিয়োগের সময় উন্নয়নখাতে মোটা অংকের অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। শিক্ষকদের চাকরির সময় শুধুমাত্র সরকারী অংশের অনুদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। পূর্বে মূল বেতনের ৭০ শতাংশ ও বর্তমানে ৮০ শতাংশ সরকারী অংশ হওয়ায় উদ্যোক্তারা বেশী উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। কারণ এতে শিক্ষকদের বেতনের জন্য চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না।

কুমিল্লা জেলায় ১৯৮৪–৮৫ শিক্ষাবর্ষে কলেজের সংখ্যা ছিল ২০টি। বর্তমানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা ৪৪টি। এছাড়া, অনুমতিপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা ১টি এবং অনুমতিবিহীন কলেজের সংখ্যা ৪টিসহ ১০ বছরে কলেজ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯টি। এছাড়া, কুমিল্লা ও অন্যান্য জেলায় আরও কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলছে।